European Union

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

গ্রামের মানুষের দোড়গোড়ায় সুবিচার পৌঁছে দিতে সরকার গ্রাম আদালত ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে স্থানীয়ভাবে ছোট ছোট বিরোধ নিষ্পত্তিই গ্রাম আদালতের মূল লক্ষ্য। সাধারণত এসব ছোট ছোট বিরোধ নিয়ে অসহায় ও দরিদ্র গ্রামবাসীকে অনেক ভোগান্তি পোহাতে হয়। আবার এটাও লক্ষণীয় যে, এ সকল বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য থানা বা উচ্চতর আদালতে যাওয়ার প্রবণতা গ্রামে রয়েছে। আর এভাবে অযথা থানা-পুলিশ করতে গিয়ে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ কষ্ট পেতে থাকে। আর্থিক, শারিরীক ও সামাজিকভাবে তারা নিদারুন ক্ষতির সম্মুখীন হন। তবে আশার কথা হচ্ছে, গ্রামের মানুষ এখন গ্রাম আদালতের সহজ, সাশ্রয়ী ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে। গ্রাম আদালত আইন দ্বারা গঠিত একটি আদালত বিধায় এ আদালত-এর বিচার সামাজিকভাবে ও গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে।

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ অনুযায়ী ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ গ্রাম আদালত নিষ্পত্তি করে থাকে। ৫ (পাঁচ) জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়িত অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্পের পক্ষ থেকে গ্রাম আদালত আইনকে যুগোপযোগী করতে প্রকল্পের শুরু থেকেই (২০০৯) বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় । গ্রাম আদালত-এর আর্থিক এখতিয়ার ২৫,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৭৫,০০০ টাকায় উন্নীত করাসহ অন্যান্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের পক্ষ থেকে পলিসি এডভোকেসী এবং স্থানীয় সরকার বিভাগের নিবিড় তত্ত্বাবধান ও সমন্বয়ের প্রেক্ষিতে বিগত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে জাতীয় সংসদে বিল পাশ ও ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৩ তারিখে গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয় যা স্থানীয় পর্যায়ে বিচার প্রাপ্তির সুযোগ আরো বৃদ্ধি করবে।

গ্রাম আদালত (সংশোধন) আইন, ২০১৩-এর গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ

- ৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তি গ্রাম আদালত করতে পারবে।
- গ্রাম আদালত আইনের তফসিলে বর্ণিত ফৌজদারী মামলায় নাবালক এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় প্রকার বিরোধের ক্ষেত্রে নারীর স্বার্থ জড়িত থাকলে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সদস্য মনোনয়নের ক্ষেত্রে একজন নারীকে গ্রাম আদালতের ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট বিচারক প্যানেলে মনোনয়ন দিতে বাধ্য থাকবেন।
- গ্রাম আদালত কর্তৃক জারীকৃত সমন অবমাননার জরিমানা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে অনধিক ১,০০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ।
- গ্রাম আদালত অবমাননার জরিমানা ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে অনধিক ১,০০০ টাকা পর্যন্ত নির্ধারণ।
- মিথ্যা মামলা প্রমাণিত হলে দোষী ব্যক্তিকে অনধিক ৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান ।
- ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ঘটনা উদ্ভবের ৩০ দিনের মধ্যে এবং দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে ঘটনা উদ্ভবের ৬০ দিনের মধ্যে মামলা করতে হবে।
- গ্রাম আদালত কর্তৃক ধার্যকৃত জরিমানা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ আদায় করবে।

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে ইউএনডিপি বাংলাদেশ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় "অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ" প্রকল্প দেশের ৬টি বিভাগের ১৪টি জেলার, ৫৭ টি উপজেলার ৩৫১টি ইউনিয়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। স্থানীয় পর্যায়ে বিরোধ নিরসনের একটি বিকল্প ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে গ্রাম আদালতকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সাল থেকে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। সুনিবিড় দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, সচেতনতামুলক কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন ইউনিয়নে নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৪৩,৫৯৩ টি মামলা নথিভুক্ত হয়েছে, যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৩৩,৯৭১ টি এবং ২৭,৪০৬ টি মামলার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে বিচারপ্রার্থীদের মোট ৮৯,৮৫৮,৩০০ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। প্রতিটি মামলা নিষ্পত্তি করতে গড়ে সময় লেগেছে ২৮ দিন। অধিকন্তু, নভেম্বর ২০১৩ সময়কালে মোট ২,৬৭৭ টি মামলা জেলা আদালত থেকে গ্রাম আদালতের মাধ্যমে মীমংসার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে দেশের ১৪ জেলার ৫৭ টি উপজেলার ৩৫১ টি ইউনিয়নে গ্রাম আদালত কার্যকরী করার ক্ষেত্রে এ প্রকল্প নিয়োজিত আছে যা আগামীতে সারা দেশে সম্প্রসারিত করার বিষয়টি সক্রিয়ভাবে বিবেচনাধীন।

গ্রাম আদালত গ্রামের সবার আদালত, কারণ:-

- অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে (ফৌজদারী মামলায় ২ টাকা আর দেওয়ানী মামলায় জন্য ৪ টাকা) সঠিক বিচার পাওয়া যায়;
- গ্রামেই রয়েছে গ্রাম আদালত (ইউনিয়ন পরিষদের আওতায়), তাই খুব সহজেই পৌঁছানো যায়;
- গ্রাম আদালতে কোন আইনজীবী নিয়োগের প্রয়োজন হয় না, কাজেই ঝামেলা মুক্ত ভাবে সহজেই বিচার পাওয়া যায়;
- উভয় পক্ষের মনোনীত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলে গ্রাম আদালতে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়;
- গ্রাম আদালতের বিচারের ফলে মামলার উভয় পক্ষের মধ্যে পুন:সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও সহমর্মিতার সৃষ্টি হয়;
- গ্রামের বিচার গ্রামেই হচ্ছে বলে এলাকায় মানুষের মধ্যে অপরাধ করার প্রবণতা কমে আসছে; আর এভাবেই গ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে;
- গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে ও উভয় পক্ষের মনোনীত ব্যক্তিদের অংশগ্রহণে বিচার কাজ সম্পন্ন হয় বলে গ্রাম আদালতে ন্যায় বিচার পাওয়া যায়।

বাড়ি - ১০, সড়ক - ১১০, গুলশান - ২, ঢাকা - ১২১২
ফোন: ৮৮-০২-৯৮৮৭৬০২, ৮৮-০২-৯৮৮৯৯৯৪, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৬৫৭১
ই-মেইল: info@villagecourts.org ওয়েবসাইট: www.villagecourts.org